সমকাল

তারিখ 26 JAN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

উপবৃত্তি পাচ্ছে না মাধ্যমিকের লাখ লাখ শিক্ষার্থী

■ সুমন চৌধুরী, *বরিশাল ব্যুরো*

বরিশাল সদর উপজেলার চন্দ্রমোহন ইউনিয়নের বাসিন্দা চা দোকানি আনোয়ার হোসেনের মেয়ে শিল্পী আকতার। সে ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ওই ইউনিয়নের আবদুল মজিদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে অংশ নিয়ে বি গ্রেডে পাস করেছে।

এসএসসি পাসের পর অর্থাভাবে কলেজে ভর্তি হতে না পেরে শিল্পী এখন ঢাকায় একটি গার্মেন্টে চাকরি করছে। অথচ এসএসসি পরীক্ষার্থী হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপবৃত্তি বাবদ শিল্পীর পাওনা রয়েছে ৩ হাজার ৯০০ টাকা। এসএসসি পাসের একবছর পেরিয়ে গেলেও শিল্পী এখন পর্যন্ত ওই উপবৃত্তির টাকা পায়নি। শিল্পীর মতো দেশের ২৮২টি উপজেলার ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লাখ লাখ শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা বকেয়া পড়েছে। এর মধ্যে বরিশালে রয়েছে সাত উপজেলা।

২৮২ উপজেলায় ১৮ মাস থেকে বন্ধ

বরিশাল সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিথিকা সরকার ও বাকেরগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তপন কুমার দাস জানান, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের তিনটি খাতের অর্থায়ন থেকে উপবৃত্তি দেওয়া হয়। খাতগুলো হচ্ছে– বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের জিওবি। এর মধ্যে ২৮২টি উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো জিওবি খাতভুক্ত।

ওই ২৮২ উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর উপবৃত্তি ২০১৪ সালের জুলাই থেকে বন্ধ রয়েছে। এর কারণ হিসেবে ওই দুই শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, ডাচ-বাংলা ব্যাংকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজ নামে কিংবা অভিভাবকের নামে মোবাইল ব্যাংক হিসাব নম্বর খুলে টাকা দেওয়ার নিয়ম চালু করা হয়েছে। এ কারণে শিক্ষার্থীদের হিসাব নম্বর খুলতে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় ১৮ মাস উপবৃত্তি বকেয়া পড়েছে। শিক্ষার্থীদের হিসাব নম্বর খোলার প্রক্রিয়া চলছে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই উপবৃত্তি প্রদান শুরু হবে বলে তারা জানান।

বরিশাল জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, হিজলা, মুলাদী, মেহেন্দীগঞ্জ, বানারীপাড়া ও বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত সর্বশেষ উপবৃত্তির টাকা পেয়েছেন। ওই বছরের জুলাই থেকে '১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮ মাসের উপবৃত্তি বকেয়া পড়েছে শিক্ষার্থীদের।

সারাদেশে ২৮২টি উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ১৮ মাসের উপবৃত্তি বকেয়া পড়েছে। ১৮ মাসে শিক্ষার্থীদের বকেয়ার মোট পরিমাণ হচ্ছে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে ১ হাজার ৮০০ টাকা, অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ২ হাজার ১৪০ টাকা, নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ২ হাজার ৭০০ টাকা এবং ২০১৫ সালে এসএসসি উত্তীর্ণ ২০১৬ সালে ৩ হাজার ৯০০ টাকা করে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান সমকালকে বলেন, উপবৃত্তির টাকা প্রদানের প্রকল্প কর্মকর্তা কার্যালয় থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসে সরাসরি মনিটরিং করা হয়। এ কারণে ১৮ মাস উপবৃত্তি বন্ধের বিষয়টি তার জানা নেই। তিনি এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে বকেয়া উপবৃত্তির টাকা পায় সে জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন।